দ্বিতীয় ভাগ ঃ সমাজভাষাবিজ্ঞান
উপভাষাতত্ত্ব ঃ ভাষাপরিকল্পনা

একক ১২ ❐ সমাজভাষাবিজ্ঞান ঃ প্রাথমিক ধারণা

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ ভাষার সমাজতত্ত্ব

১২.৪ সমাজ ভাষাবিজ্ঞান

১২.৫ সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের এলাকা

১২.৬ সরল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

১২.৭ প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

১২.৮ সারাংশ

১২.৯ অনুশীলনী

১২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- সমাজ আর ভাষার তাত্ত্বিক সম্পর্কের দিকটি পরিষ্কার হবে।
- ভাষার সমাজতত্ত্ব নাকি সমাজভাষার তত্ত্ব কোন দিকে থেকে আলোচনা করা হবে তার একটি পরিচয় প্রকাশিত হবে।
- সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার এলাকা সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরি হবে।

১২.২ প্রস্তাবনা

ভাষাবিজ্ঞানের মূল আলোচনার এলাকা ভাষার ব্যাকরণ। এই মূল আলোচনার এলাকাকে কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞান বললে তার পরিমণ্ডলে আসে একাধিক ভাষাবিজ্ঞানের শাখা। অন্যান্য বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব মিলিতভাবে এই বহিরঙ্গ ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলি তৈরি করেছে। একটি রেখাচিত্র দেখা যাক,

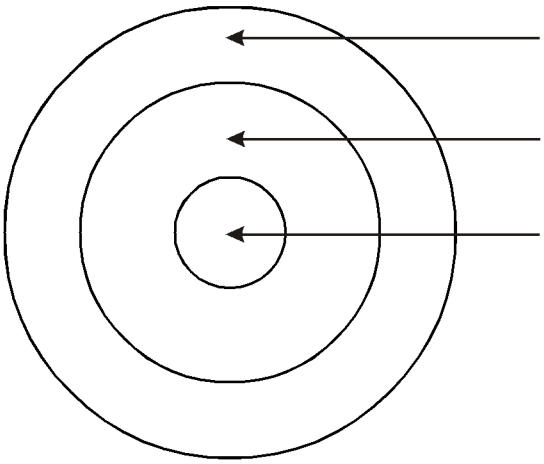

অন্যান্য বিজ্ঞান আর ভাষাবিজ্ঞানের মাঝখানে অবস্থিত এই বহিরঙ্গ ভাষাবিজ্ঞান। সমাজভাষাবিজ্ঞানে যখন ভাষাবিজ্ঞান বিষয়টি এসে পড়ে তখন তা অন্যান্য বিজ্ঞানের বহিরঙ্গ এলাকায় অবস্থান করে। আর ভাষাবিজ্ঞানে সমাজবিজ্ঞানের কথা ভাবলে তা আসবে ভাষাবিজ্ঞানের বহিরঙ্গ এলাকায়। আর তাই সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষা সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তা হল—ভাষার সমাজতত্ত্ব। ভাষাবিজ্ঞানী যখন সমাজভাষা নিয়ে ভাবেন তখন তা হল—সমাজভাষাবিজ্ঞান।

১২.৩ ভাষার সমাজতত্ত্ব

সমাজের সঙ্গে ভষার সম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা হল—ভাষার সমাজতত্ত্ব। এর আলোচনার এলাকা বিশাল। তবে এর বেশিরভাগ কাজই হয়েছে যেসব অঞ্চলে একের বেশি ভাষা আছে সেইসব ভাষা সম্প্রদায় নিয়ে। দেখা হয়েছে ভাষা ব্যবহারের নানা ভূমিকা। J. Fishman ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি বলেছিলেন আমাদের দেখতে হবে, কে কোন্ ভাষা বলছে ? কাকে বলছে ? কখন বলছে ? এবং কোথায় বলছে ? কেন বলছে তাও দেখা দরকার বলে অনেকে মনে করেন। যখন পাশাপাশি একাধিক ভাষা বলা হচ্ছে তখন একজন লোক কোন ভাষাটি পছন্দ করছে তা দেখা কিংবা সমাজভাষা আর উপভাষা কোনটির বেশি নিচ্ছে অথবা একই উপভাষার মধ্যে কোন উপাদান বেশি পছন্দ করছে তা দেখা আসলে 'সংকেত বাছাই' (Code choice) পদ্ধতি দেখা। ভাষার সমাজতত্ত্বে এই দিক্‌গুলি দেখা হয়। যেমন,

ক. সংকেত বাছাই-এর একটি দিক হল সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া কোন ভাষা ব্যবহার করব। কখনো তা জাতি বা রাষ্ট্র করে কখনো বা বিশেষ সম্প্রদায় বা ব্যক্তি। একে 'ভাষা পরিকল্পনা' বলা হয়। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. সংকেত বাছাই এর নানা স্তর থাকে।

Fishman বলেছিলেন সংকেত পরিবর্তনের (Code Switching) কথা। অবস্থা অনুসারে অনেকগুলি পরিবর্ত উপাদান থাকে। সাধারণত একটি সংকেতই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যখন উপাদানগুলির একটি বদলে যায় তখন বক্তা ইচ্ছে করলে ভাষা পরিবর্তন করে কথা বলতে পারেন। একেই সংকেত পরিবর্তন বলে।

Gumperz একে 'অবস্থানুসারে পরিবর্তন' (situational switching) বলেছেন। তিনি বলেন অবস্থা না বদলালেও বক্তা ইচ্ছা করে সংকেত পরিবর্তন করতে পারেন। আর এই সঙ্কেতের সঙ্গে সামাজিক বা সংস্কৃতিগত কিছু অনুষঙ্গ থাকে। একে 'রূপক-অনুযায়ী পরিবর্তন' (Metaphorical Switching) বলেছেন। Braj Kachru বলেন যখন পাশাপাশি অবস্থিত সংকেতগুলি নিয়মিতভাবে একটা অন্যটার সঙ্গে সংকেত পরিবর্তন করে তাকে 'সংকেত মিশ্রণ' (Code Mixing) বলে।

সংকেত পরিবর্তন আলঙ্কারিক কৌশল হিসেবেও বাক্য সৌন্দর্য তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ. সংকেত বাছাই করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় প্রভাব ফেলে তা নিয়ে নানা গবেষণা করা হয়েছে। এ সবই সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন, সামাজিক নানা ঘটনা। যথা, দোকান বাজার করা, নানা ধর্মানুষ্ঠান, নানা সামাজিক অনুষ্ঠান। সময় বা স্থানগত দিক সংকেত বাছাই করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয়। যেমন, গ্রাম বা শহর। যারা কথা বলে তাদের মানসিক, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে কাজ করে।

লিঙ্গ অনুসারে, বয়স অনুসারে, শিক্ষা অনুসারে বা নৃ-গোষ্ঠী অনুসারে এই সংকেত বাছাই ঘটতে পারে। মুখের ভাষা লিখিতভাষা অনুসারে এবং সাধু-চলিত অনুসারেও সংকেত বাছাই ঘটে।

সমাজসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কারণও সংকেত বাছাই-এর ক্ষেত্রে কাজ করে। যেমন, যিনি বলছেন তিনি যাদের সঙ্গে কথা বলছেন তাদের ভাষা ভালোভাবে জানেন না।

ঘ. নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কিছু সংকেত ব্যবহার করা হতে পারে। যেমন, স্কুলে বা প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলায়। ধর্মের ক্ষেত্রে বা বাড়িতে। এগুলিও সংকেত বাছাই পর্যায়ে পড়ে।

ভাষাসংকেত বাছাই এর নমুনা এবং তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে নানা পদ্ধতি সমাজতাত্ত্বিকগণ নানাভাবে দেখেন। নানা শাস্ত্রের উদাহরণ সংগ্রহ কিংবা সাক্ষাৎকার নেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের সাধারণ ক্ষেত্রগুলি নির্বাচন করেন। ভাষাজরিপের মাধ্যমে দেখা হয়। প্রশ্নোত্তর ও ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করে তার সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব নিকাশ করা হয়। সরাসরি নমুনা সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সরাসরি নমুনা সংগ্রহ করলে তাতে ভুল তথ্য পাওয়ার ঝঞ্ঝাট কম।

অন্যদিকে পরোক্ষভাবে লিখিত প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ খুব দ্রুত ও প্রচুর সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করার পক্ষে ভালো। তবে তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে।

ভাষার সমাজতত্ত্বে ক্ষমতার সম্পর্ক বিশেষ ভূমিকা নেয়। শাসকের ভাষা গোষ্ঠীর ভাষা মর্যাদা লাভ করে।

ভাষা সংরক্ষণ এবং ভাষাসংকেত বাছাই হিসাবেও লক্ষ করা হয়।

১২.৪ সমাজ ভাষাবিজ্ঞান

মুখের ভাষা Sociolinguistics নামটি জানা না থাকলেও অনেক আগে থেকেই সমাজের নানা স্তরের লোকজনদের নিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা' নিয়ে কাজ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯২৬-এ সুকুমার সেন মেয়েদের মুখের ভাষা নিয়ে রচনা করেছিলেন 'বাংলায় মেয়েদের ভাষা'। স্থান নাম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করেছিলেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "Origin and Development of Bengali Language" (O. D. B. L) গ্রন্থে। তারপর স্থান নাম নিয়ে গবেষণা করেছেন কৃষ্ণপদ গোস্বামী।

আমাদের দেশের এসব কাজের আগে পাশ্চাত্যে F. de. Saussure ভাষার সামাজিক দিকগুলি দেখার কথা বলেছিলেন।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে Harer C. Currier প্রথম 'Sociolinguistics' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন বলে আমরা জানতে পারি [মৃণালনাথ, ভাষা ও সমাজ] । পবিত্র সরকার 'ভাষা-দেশ-কাল' গ্রন্থে জানান মার্কিনদেশে ১৯৫২-র আগে এই নামটি বিশেষ ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু এর আগে চারের দশকে নানা আঞ্চলিক উপভাষার 'social analysis' আরম্ভ হয়ে যায়। রাজীব হুমায়ুন জানান,

"ম্যারিয়েল স্যাভিলট্রেইকের মতে, সব চাইতে পুরনো সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সন্ধান লাভ করা যায়, জে. বি হোয়াইটের রচনায়। ১৮৮০ সালে তিনি আপাচে অভিনন্দন রীতি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন।"

[সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, পৃ-১৪]

এডওয়ার্থ সাপির, ম্যালিনোভস্কি, ম্যাকডেভিড, ফার্থ প্রমুখ ১৯১৫ থেকে ১৯৫১র মধ্যে সমাজভাষাবিষয়ক নানা প্রবন্ধ রচনা করেন।১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে তাত্ত্বিক বিষয়ের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া যায়নি। তবুও সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায় তার একটি ধারণা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। সমাজভাষাবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র নির্মাণের দিকেও জোর দেওয়া হয়েছিল।

Haver C. Curriec সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে বুঝিয়েছিলেন সমাজের নানা কাজকর্মের সঙ্গে কথা বলার তাৎপর্যগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। ভাষার সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্কও যুক্ত করেছিলেন। আর এই গবেষণার ক্ষেত্রকেই তিনি 'Sociolinguistics' বলেছেন। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটি ঠিকঠাক ব্যবহার করেন Bright ও A. K. Ramnajan. ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। W. Labod ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বলেছিলেন যে, সমাজভাষাবিজ্ঞান পরিভাষাটি ভাষা ও সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে।১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বলেন ভাষা সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। এমন কোনো তত্ত্ব হতে পরে না যা সামাজিক নয়। ফলে অতিরিক্ত পরিভাষার দরকার নেই।

Hardson ১৯৮৬ তে প্রকাশিত 'Sociolinguistics' গ্রন্থে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে ভাষার অধ্যয়ন হল—সমাজভাষাবিজ্ঞান, এটি ভাষা অধ্যয়নের একটি অংশ। ভাষার সমাজতত্ত্ব ও সমাজভাষাবিজ্ঞান এ দুটিকে তিনি আলাদা করতে চান না।

R. T. Bell 'Sociolinguistics : Goals, Approaches and Problems' (1976) গ্রন্থে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে এমন একটি শাস্ত্রের কথা বলেছেন যা সামাজিক উপাও (data) থেকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে আরও শক্তিশালী করবে।

P. Trudgil তাঁর 'Socialinguistcs, and Introduction to language and Society' (১৯৮৬) গ্রন্থে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে ভাষাবিজ্ঞানের অংশ বললেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় হিসাবে ভাষাকে দেখানো হয়। আর সমাজবিজ্ঞান, সমাজ মনস্তত্ত্ব নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে ভাষা ও সমাজের ওপর নানা দিক লক্ষ করে এই সমাজভাষাবিজ্ঞান।

Fishman ভাষার সমাজতত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ভাষার সমাজতত্ত্বকে বর্ণনামূলক, গতিশীল ও প্রয়োগমূলক এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। আর Bright সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে 'linguistic diversity' অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বগত বিভিন্নতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

১২.৫ সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকা

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রগুলি বা এলাকা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নরকম মতবাদ প্রকাশ করেছেন। Bright ভাষা বৈচিত্র্যের ওপর জোর দিয়েছেন এবং তিনি সাতটি মাত্রার কথা বলেছেন। Fishman তিনটি মাত্রার কথা বলেছেন। রাজীব হুমায়ুন বাংলায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে কাজ করেছেন তাতে তিনি Trudgil-এর মত অনুসরণ করেছেন। পবিত্র সরকার Fishman ও Bright কে মিলিয়ে একটি নিজস্ব আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। মৃণাল নাথ Newstupry-র পাঁচটি ভাগকে মনে রেখে প্রয়োজনীয় চারটি ভাগ গ্রহণ করেছেন। এগুলি হল—

- অন্যোন্য ক্রিয়াবাচক (Interactional)
- পরসম্পরসম্বন্ধী (Corelational)
- ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা সংযোগ (Language Change and Language Contract)
- ভাষা সমস্যা (Language problem)

অনেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকায় নিম্নলিখিত ভাগগুলি রাখতে চান।

- পারস্পরিক কথোপকথনমূলক (International) সমাজভাষাবিজ্ঞান
- ভাষা পরিকল্পনা (Language Planning)
- ভাষা লঘু-সম্প্রদায় (Minorities) ও সমাজবিজ্ঞান
- পরিমাণবাচক (Quantitative) সমাজভাষাবিজ্ঞান
- সমাজপ্রতিষ্ঠানমূলক (Sociohistorical) সমাজভাষাবিজ্ঞান।

[দ্রঃ W. Bright সম্পাদিত Internation Encyclopedia of Linguistics, Col-4]

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। Fishman সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে তিনটি দিকের কথা বলেছেন এবং Bright যেভাবে ভাগগুলি করতে চেয়েছেন সেভাবে আমরা সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকাটি এখানে আলোচনা করবো।

ক. বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

খ. সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

গ. প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

এখানে পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান এবং প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে প্রথম আলোচনা করা হবে। পরবর্তী এককে বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

১২.৬ সচল বা পরিবর্তমান সমাজ ভাষা বিজ্ঞান

Fishman-এর পরিভাষা-ডাইন্যামিক সোসিওলিঙ্গুইসটিক্স্। পবিত্র সরকার এর বাংলা করেছেন সচল বা বিবর্তমান সমাজ ভাষা বিজ্ঞান। এখানে সমাজভাষার উদ্ভব, বিবর্তন, বিস্তার ও সংকোচন নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্যক্তিকে অবলম্বন করে সমাজভাষার বিবর্তনটি দেখতে চেয়েছেন Fishman। স্থিতিশীল এবং অ-স্থিতিশীল এই দু'ধরনের দ্বিভাষিকতা তিনি দেখেছেন। দ্বিভাষিকতা নিয়ে আমরা পরবর্তী এককে আলোচনা করেছি। Labour মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুয়েট্স-এ 'মার্থার ভাইনইয়াড' দ্বীপে একটি ভাষা সমীক্ষা করেন। সেখানে তিনি দেখেন বাইরে থেকে আসা লোকজনদের উচ্চারণের প্রভাবে অল্প বয়সী যুবকদের উচ্চারণ বদলে যাচ্ছে। কিন্তু বয়স্কদের উচ্চারণ বদলায়নি। লেবভ দেখান নিজের সংযুক্তির প্রতি মমত্ববোধ আর মান্য ভাষার দিকে এগিয়ে যাওয়ার টানাপোড়েন চলে। ভাষার বিবর্তন নানা কারণে তাই ঘটে। নানা প্রভাবে বদলে যায়। সমাজভাষায় ব্রাইট এই ধরনের সমাজভাষা বিজ্ঞানকে কালানুক্রমিক (Dianamic) সমাজভাষাবিজ্ঞান বলে মনে করেন।

১২.৭ প্রয়োগমূলক সমাজ ভাষাবিজ্ঞান

Fishman বলেছেন প্রয়োগমূলক ভাষার সমাজতত্ত্ব আর Bright বলেছেন Application বা প্রয়োগ। ব্রাইট ভাষার লক্ষণ দেখে জাতিভেদ, শ্রেণিভেদ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার কথা বলেছেন। এটি হল সামাজিক গঠনের নানা দিক। ইতিহাসের দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে বলে মনে হয়। এই একটি সমাজ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভাষা আলাদা হয় কিনা তা দেখাও গুরুত্বপূর্ণ। একই ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন সমাজভাষা বিভিন্ন সময় বদলে যায় কিনা সেটা দেখাও দরকার।

ব্রাইট যখন এইসব দিক খুঁজে দেখার কথা বলেন তখন ফিশম্যান প্রয়োগের কথা বলেন। সমাজের নানা কল্যাণকর দিকের সঙ্গে সমাজে ভাষার পরিকল্পনামাফিক প্রয়োগের কথা ফিশম্যান বলেন। মাতৃভাষা শেখানো, অন্য ভাষা বোঝানো, অনুবাদ, লিপি, বানান প্রভৃতি বিষয়ের কথা তিনি বলেছেন।

আধুনিক সমাজভাষাবিজ্ঞান এই সব প্রয়োগমূলক বিষয় ভাষা পরিকল্পনা বা Language Planning হিসাবে দেখা হয়। আমরা ভাষা পরিকল্পনা নিয়ে পৃথক দুটি এককে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

১২.৮ সারাংশ

সমাজতত্ত্ব আর ভাষাবিজ্ঞান-এর মিলিত রূপ-সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভাষার সমাজতত্ত্ব আর ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমাজভাষাবিজ্ঞান। ভাষার সমাজতত্ত্বে সংকেত বাছাই-এর ক্ষেত্রে সংকেত পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানে সমাজের নানা কাজকর্মের সঙ্গে কথা বলার তাৎপর্য কিংবা সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে ভাষার অধ্যায়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানের নানা এলাকার মধ্যে-বর্ণনামূলক, পরিবর্তমান এবং প্রয়োগমূলক এই তিনটি প্রধান দিক আলোচনা করা হয়। পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন বাংলায় সরাসরি তেমনি ভাষাবিজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্দেশ করা প্রয়োজন।

১২.৯ অনুশীলনী

১. ভাষার সমাজতত্ত্ব ও সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করুন।

২. সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র বা এলাকাটি নির্দেশ করুন।

৩. সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ক. সংকেত বাছাই খ. পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান গ. প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

১২.১০ গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, ১৯৮৩, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, রত্নাবলী, কলকাতা।

নাথ, মৃণাল ১৯৮৯, সমাজভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা, বাংলাদেশভাষা সমিতি, ঢাকা ১৯৯৯, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

সরকার, পবিত্র, ১৯৮৪, ভাষা-দেশ-কাল, জি.এ.ই পাবলিশার্স, কলকাতা।

হুমায়ুন, রাজীব, ২০০১, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Downes, William 1988, Language and Society, Fontana, Paperbacks.

Hudson, R. A 1980, Sociolinguistics, Cambridge University Press.

Labor, W. 1978, 'Sociolinguistics' in Dingwall, 1978, 339-375.